**আগস্ট মাসের দ্বিতীয় পক্ষের কৃষি**

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আপনাদের সবার জন্য করোনামুক্ত সুস্থ জীবনের শুভ কামনা। প্রিয় কৃষক, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এসময় জমি তৈরি, ফসলের পরিচর্যা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষি কাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব পরস্পরের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন। আসুন জেনে নেই আগস্ট মাসের দ্বিতীয় পক্ষে কৃষির করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে।

**আউশ ধান:** মাঠে এ খন পাকা আউশ ধান আর এসময়ে বৃষ্টি হয়, এজন্য রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে ভালোভাবে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

**আমন ধান:** এখন রোপা আমন ধানের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। মূল জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি দস্তা এবং ৬০ কেজি জিপসাম দিতে হবে; জমিতে চারা সারি করে রোপন করতে হবে। এতে পরবর্তী পরিচর্যা বিশেষ করে আগাছা দমন সহজ হবে। এঅঞ্চলের উপযোগী ব্রি ধান ৭৬, ৭৭ আবাদ করলে স্থানীয় জাত থেকে অধিক ফলন পাওয়া যায়। আর এই জাত দুটির বৈশিষ্ট্য হলো এরা লম্বা ও মাঝারি উঁচু জমিতে চাষ করা যায় যেখানে ১-২ ফুট পর্যন্ত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা প্রতি গুছিতে ২-৩টি করে রোপন করতে হয়। তবে ৫০-৫৫ দিন বয়স হলেও ফলনে তেমন হেরফের হয় না। বিঘা প্রতি ইউরিয়া ২৬ কেজি, টিএসপি ১০ কেজি, এমওপি ১৩ কেজি, জিপসাম ৯ কেজি ও জিংক সালফেট ১ কেজি হারে সার দিতে হয়। শেষ চাষের সময় জমিতে ইউরিয়া বাদে অন্যসব সার প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপনের ১৫ দিন পর প্রথম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি এবং ৪৫-৫০ দিন পর তৃতীয় কিস্তির (কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ) সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার মধ্যবর্তী দিনগুলোতে যখন জোয়ারের পানি নেমে যায় তখন দানাদার ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করা উচিত। রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে চারা লাগানোর ১০দিনের মধ্যে প্রতি চার গুছির মাঝে ১.৮ গ্রামের ১টি গুটি ব্যবহার করতে হবে। নিচু জমি থেকে পানি নেমে গেলে এসব জমিতে এখনো আমন ধান রোপণ করা যাবে। দেরিতে রোপণের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল বা স্থানীয় উন্নত ধান বেশ উপযোগী। দেরিতে চারা রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গুছিতে ৫-৭টি চারা দিয়ে ঘন করে রোপণ করতে হবে।পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে বাঁশের কঞ্চি বা ডাল পুঁতে দিতে পারেন যাতে পাখি বসতে পারে এবং এসব পাখি পোকা ধরে খেতে পারে।

**আখ:** এসময় আখ ফসলে লালপচা রোগ দেখা দিতে পারে। লালপচা রোগের আক্রমণ হলে আখের কান্ড পচে যায় এবং হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। এজন্য আক্রান্ত আখ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং জমিতে যাতে পানি না জমে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া রোগমুক্ত বীজ বা শোধন করা বীজ ব্যবহার করলে অথবা রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করলে লালপচা রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। লালপচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি আখের জাত হচ্ছে ঈশ্বরদী ১৬, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ৩০।

**শাকসবজি:** বসতবাড়ির আঙিনায় বা আশেপাশে সারাবছর সবজি পাওয়া যায় এমনভাবে পারিবারিক পুষ্টি বাগানে সবজির চাষ করলে পারিপারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্তি উৎপাদিত সবজি বিক্রয় করে আর্থিকভাবে স্বাভলম্বি হওয়া সম্ভব। এজন্য ৫টি বেড করে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করতে হবে। এসময় ডাটা, গীমা কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়স, বেগুন, পটোল চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ধুন্দুল, শসা, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়ার বীজ বুনে দিতে পারেন। আগের তৈরি করা চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন। লতানো সবজির জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাচা তৈরি করে নিতে হবে। সবজি ক্ষেতে পানি জমতে দেয়া যাবে না। পানি জমে গেলে সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময় কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুনভাবে ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে জমিতে খুঁটি বসিয়ে খুঁটির মাথায় বিষটোপ ফাঁদ দিলে বেশ উপকার হয়। এছাড়া সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করেও এ পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। সবজিতে ফল ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, বিভিন্ন বিটল পোকা সবুজ পাতা খেয়ে ফেলতে পারে। হাত বাছাই, পোকা ধরার ফাঁদ, ছাই ব্যবহার করে এসব পোকা দমন করা যায়। তাছাড়া আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলে এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। মাটির জো অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে। সে সাথে পানি নিকাশের ব্যবস্থা সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে।

এসময় আগাম জাতের লাউ ও শিমের বীজ বপন করা যায়। এজন্য ৪-৫ মিটার দূরে দূরে ৭৫ সেমি. চওড়া এবং ৬০ সে.মি গভীর করে মাদা বা গর্ত তৈরি করতে হবে। এরপর প্রতি মাদায় ২০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৭৫ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। মাদা তৈরি হলে প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনে দিতে হবে এবং চারা গজানোর  ২-৩ সপ্তাহ পর দুই-তিন কিস্তিতে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫ গ্রাম এমওপি সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। এ সময় আগাম শীতকালীন সবজি চারা উৎপাদনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। সবজি চারা উৎপাদনের জন্য উঁচু এবং আলো বাতাস লাগে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। এক মিটার চওড়া এবং জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বাকরে বীজতলা করে সেখানে উন্নতমানের ও উন্নতজাতের উচ্চফলনশীল ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো এসবের বীজ বুনতে পারেন। বীজতলার মাটি অবশ্যই শুকনো হতে হবে। অন্যথায় গোড়া ও মূল পচা রোগে সব চারা পচে যেতে পারে।

**গাছপালা:** এসময় ফলদ, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষের চারা/কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়। চারা বা কলম রোপনের জন্য জায়গা নির্বাচন,, সারের প্রাথমিক প্রয়োগ, চারা নির্বাচন করে ফেলতে হবে। বসতবাড়ির আশেপাশে, খোলা জায়গায়, পতিত জমিতে, রাস্তাঘাটের পাশে, পুকুর পাড়ে, নদীর তীরে গাছের চারা বা কলম রোপণের উদ্যোগ নিতে হবে; সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার/এগ্রোসার্ভিস সেন্টার/ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বা বিশ্বস্ত নার্সারি থেকে ভালো জাতের চারা বা কলম সংগ্রহ করতে হবে। তবে কাজু বাদাম ও লটকন সম্ভাবনাময় ফল, তাই এই দুটি গাছ রোপন করলে লাভবান হওয়া সম্ভব। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈবসারের সঙ্গে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। দিন দশেক পরে গর্তে চারা বা কলম রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিতে হবে।

কৃষির যেকোন সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার এলাকায় নিয়োজিত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়াও কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বর বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে যেকোন মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে জেনে নিতে পারেন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

মোঃ মনিরুল ইসলাম

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি